৬৯- সূরা আল-হাক্কাহ্[১]
৫২ আয়াত, মক্কী

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা,

اَلْحَآقَّةُ ۝١

২. কী সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?

مَا الْحَآقَّةُ ۝٢

৩. আর কিসে আপনাকে জানাবে সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ۝٣

৪. সামূদ ও 'আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল ভীতিপ্রদ মহাবিপদ সম্পর্কে[২]।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ۝٤

৫. অতঃপর সামূদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয়কারী প্রচণ্ড চীৎকার দ্বারা।

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝٥

৬. আর 'আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা[৩],

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝٦

৭. যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাতরাত ও আটদিন বিরামহীনভাবে; তখন আপনি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতেন--- তারা

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝٧

---

(১) الحاقة শব্দ দ্বারা কিয়ামতকে বুঝানো হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর,বাগভী]

(২) القارعة শব্দটি قرع শব্দ থেকে উৎপন্ন। قرع শব্দের অর্থ আরবী ভাষায় খট্‌খট শব্দ করা, হাতুড়ি পিটিয়ে শব্দ করা, কড়া নেড়ে শব্দ করা এবং একটি জিনিসকে আরেকটি জিনিস দিয়ে আঘাত করা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেয়ামত যেহেতু সব মানুষকে অস্থির ও ব্যাকুল করে দেবে এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ছিন্ন-বিছিন্ন করে দেবে, তাই একে قارعة বলা হয়েছে। তাছাড়া কিয়ামতের পূর্বাহ্নে যে মহাশব্দের মধ্যে তার সূত্রপাত হবে এখানে সেদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। [দেখুন-কুরতুবী]

(৩) ريح صرصر এর অর্থ অত্যধিক শৈত্যসম্পন্ন প্রচন্ড বাতাস। [মুয়াসাসার]

সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য খেজুর কাণ্ডের ন্যায়।

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ۝٨

৮. অতঃপর তাদের কাউকেও আপনি বিদ্যমান দেখতে পান কি?

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝٩

৯. আর ফির'আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টিয়ে দেয়া জনপদ পাপাচারে লিপ্ত ছিল(১)।

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝١٠

১০. অতঃপর তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করলেন ---কঠোর পাকড়াও।

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۝١١

১১. যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল নিশ্চয় তখন আমরা তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে,

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ۝١٢

১২. আমরা এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্য এবং এজন্যে যে, যাতে শ্রুতিধর কান এটা সংরক্ষণ করে।

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣

১৩. অতঃপর যখন শিংগায়(২) ফুঁক দেয়া হবে---একটি মাত্র ফুঁক(৩),

(১) مؤتفكات এর এক অর্থ উল্টে দেয়া, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অন্য অর্থ পরস্পরের মিশ্রিত ও মিলিত। লুত আলাইহিস্ সালাম এর সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহকে مؤتفكات বলা হয়েছে। [কুরতুবী]

(২) হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, صور কী? জবাবে তিনি বললেন, "শিং এর আকারে কোন বস্তুকে বলা হয় যাতে ফুঁক দেয়া হবে।" [তিরমিযী: ২৪৩০, আবু দাউদ: ৪৭৪২]

(৩) পবিত্র কুরআনের কোথাও কোথাও এ দুই শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার কথা ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় গোটা বিশ্ব-জাহানের লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার যে অবস্থা সূরা আল-হাজ্জের ১ ও ২ আয়াতে, সূরা ইয়াসীনের ৪৯ ও ৫০ আয়াতে এবং সূরা আত-তাকভীরের ১ থেকে ৬ পর্যন্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা তাদের চোখের

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿١٤﴾

১৪. আর পর্বতমালা সহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় ওরা চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে।

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾

১৫. ফলে সেদিন সংঘটিত হবে মহাঘটনা,

وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ﴿١٦﴾

১৬. আর আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে ফলে সেদিন তা দুর্বল-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

وَالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٧﴾

১৭. আর ফেরেশ্‌তাগণ আসমানের প্রান্ত দেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফিরিশ্‌তা আপনার রবের 'আর্‌শকে ধারণ করবে তাদের উপরে।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾

১৮. সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কোন গোপনই আর গোপন থাকবে না।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿١٩﴾

১৯. তখন যাকে তার 'আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, 'লও, আমার 'আমলনামা পড়ে দেখ[১];

اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾

২০. 'আমি দৃঢ়বিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।'

সামনে ঘটতে থাকবে। পক্ষান্তরে সূরা ত্বা-হার ১০২ থেকে ১১২ আয়াত, সূরা আল-আম্বিয়ার ১০১ থেকে ১০৩ আয়াত, সূরা ইয়াসীনের ৫১ থেকে ৫৩ আয়াত এবং সূরা ক্বাফ এর ২০ থেকে ২২ আয়াতে শুধু শিংগায় দ্বিতীয়বার ফুৎকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

(১) هاؤم শব্দের এক অর্থ, আস। অন্য অর্থ, লও। উদ্দেশ্য এই যে, আমলনামা ডানহাতে পাওয়ার সাথে সাথেই তারা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠবে এবং নিজের বন্ধু-বান্ধবদের তা দেখাবে। সে আহলাদে আটখানা হয়ে আশেপাশের লোকজনকে বলবে, লও আমার আমলনামা পাঠ করে দেখ। কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে যে, "সে আনন্দচিত্তে আপনজনদের কাছে ফিরে যাবে" [সূরা আল-ইনশিকাক: ৯]

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾

২১. কাজেই সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন;

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾

২২. সুউচ্চ জান্নাতে

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾

২৩. যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

২৪. বলা হবে, 'পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।'

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ﴿٢٥﴾

২৫. কিন্তু যার 'আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, 'হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার 'আমলনামা,

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾

২৬. আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব!

يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾

২৭. 'হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত!

مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾

২৮. 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না।

هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ﴿٢٩﴾

২৯. 'আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হয়েছে।'

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾

৩০. ফেরেশ্‌তাদেরকে বলা হবে, 'ধর তাকে, তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দাও।

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾

৩১. 'তারপর তোমরা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দগ্ধ কর।

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾

৩২. 'তারপর তাকে শৃংখলিত কর এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত'[১],

(১) অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে, এই অপরাধীকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে গ্রথিত করে দাও। এ শিকল সংক্রান্ত এক বর্ণনা হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾

৩৩. নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার ছিল না,

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর মিসকীনকে অন্নদানে উৎসাহিত করত না,

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَٰهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾

৩৫. অতএব এ দিন তার কোন সুহৃদ থাকবে না,

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর কোন খাদ্য থাকবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ছাড়া,

لَّا يَأْكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَٰطِـُٔونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. যা অপরাধী ছাড়া কেউ খাবে না।

দ্বিতীয় রুকূ'

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. অতএব আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও,

وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. এবং যা তোমরা দেখতে পাও না তারও;

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾

৪০. নিশ্চয় এ কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের (বাহিত) বাণী[১]।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

৪১. আর এটা কোন কবির কথা নয়; তোমরা খুব অল্পই ঈমান পোষণ করে থাক,

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

৪২. এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

বলেন, "যদি এ শিকলের একটি গ্রন্থি আসমান থেকে দুনিয়াতে পাঠানো হয় তবে (অতি ভারী হওয়ার কারণে) রাতের আগেই যমীনে এসে পড়বে। যদিও আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ। আর সেটা যদি শিকলের মাথার অংশ হয় (অর্থাৎ আরো বড় ও ভারী হয়) তারপর যদি তা জাহান্নামে ফেলা হয় তবে সেটা তার নিম্নভাগে পৌঁছতে চল্লিশ বছর লাগবে"। [তিরমিযী: ২৫৮৮, মুসনাদে আহমাদ: ২/১৯৭]

(১) এখানে সম্মানিত রাসূল মানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। [কুরতুবী]

تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এটা সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে নাযিলকৃত।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾

৪৪. তিনি যদি আমাদের নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন,

لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾

৪৫. তবে অবশ্যই আমরা তাকে পাকড়াও করতাম ডান হাত দিয়ে(১),

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তারপর অবশ্যই আমরা কেটে দিতাম তার হৃদপিণ্ডের শিরা,

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে তাঁকে রক্ষা করতে পারে।

وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আর এ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর আমরা অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে।

وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. আর এ কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে,

وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾

৫১. আর নিশ্চয় এটা সুনিশ্চিত সত্য।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

৫২. অতএব আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন।

---

(১) উপরোক্ত অর্থ অনুসারে এটি সিফাতের আয়াত। অর্থাৎ এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ডান হাত সাব্যস্ত হচ্ছে। [ইবন তাইমিয়্যাহ, বায়ানু তালবীসুল জাহমিয়্যাহ ৩/৩৩৮] আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, আমরা তার ডান হাত পাকড়াও করতাম। উভয় অর্থই ইবন কাসীর উল্লেখ করেছেন। এ অর্থটি এদিক দিয়ে শুদ্ধ যে, সাধারণত কাউকে অপমান করতে হলে তার ডান হাত ধরে তার উপর আক্রমন করা হয়। [ইবন তাইমিয়্যাহ, আন-নুবুওয়াত: ২/৮৯৮] অপর অর্থ হচ্ছে, তাকে আমরা আমাদের ক্ষমতা দ্বারা পাকড়াও করতাম। [সা'দী; জালালাইন; আর দেখুন, ইবন তাইমিয়্যাহ, আস-সারেমুল মাসলূল আলা শাতিমির রাসূল: ১৭] এটি শুদ্ধ হলেও আল্লাহ্‌র হাত অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যা অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।